মালাকরহীন কাননে নীলাঞ্জনা ডালিয়া - ৭

হিফজুর রহমান

[আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা দিন]

অর্পিতার সাথে ছুটছাট বিতন্ডা যেমন লেগে থাকে তেমনি লেগে ছিলই। তার সাথে যোগ হয়েছে নতুন উপসর্গ। মাঝখানে দেবাশীষের অসুস্থতার সময়ে এতে কিছুটা যতি পড়লেও আবারো শুরু হয়েছে নতুন করে। অর্পিতার বড় ভাই শান্তনু একটু উচ্চাভিলাষ নিয়েই টাকা পয়সা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন ইটালী। অনেকদিনই ছিলেন ওখানে, কিন্তু তেমন কিছুই করতে পারেননি। ফিরে আসতে হয় তাকেঅল্প দিনের মধ্যেই।

শান্তনু আদম ব্যাপারীকে টাকা পয়সা দিয়ে ফেলার আগে দেবাশীষকে কিছু জিজ্ঞেস না করলেও যাবার আগে বার বার ওকে জিজ্ঞেস করেছে, কাজটা ঠিক হলো কি না। দেবাশীষ তখন শাঁখের করাতের মধ্যে। কারণ এইভাবে বিদেশ চলে যাওয়াটাকে ও কোনদিনই পছন্দ করে উঠতে পারেনি। শান্তনুও যে একটা বড়ো ঝুঁকি নিচ্ছে সেটাও সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে। কিছুদিন আগেই ও প্রায় গোটা ইউরোপ ঘুরে এসেছে অফিসের কাজেই। জার্মানী, ইটালী, ফ্রান্স সর্বত্রই দেখেছে ইদানীং যেসব বিদেশী এবং বাংলাদেশের মানুষ সে সব দেশে গেছে তারা খুব একটা সুবিধে করতে পারছেনা। কাজ নেই। আবার কাজ থাকলেও পয়সা নেই তেমন। ক'দিন আগে অস্ট্রেলিয়াতেও দেখে এলো একই অবস্থা। আগে এরকম বেআইনী জব সীকাররা যে কাজ করে প্রতি ঘন্টায় আঠারো/বিশ ডলার করে পেতো, এখন সেখানে পাচ্ছে আট থেকে দশ ডলার। ইউরোপের অবস্থাও তথৈবচ। কারণ শস্তায় শ্রম পেলে ওরা বেশি পয়সা দিতে যাবে কেন? এই কারণেই দেবাশীষ এরকম ট্যুরিস্ট ভিসা বা স্টুডেন্ট ভিসায় গিয়ে বেআইনী হয়ে যাওয়াটাকে সমর্থন করেনা মোটেও। তার আরো একটা কারণ হচ্ছে, যারা এইভাবে যাচ্ছে তারা না নিজের জন্যে কিছু করতে পারে, না পারে দেশে ফেলে যাওয়া সংসারের জন্যে কিছু করতে।

এই কারণেই শান্তনুর এইভাবে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াটাকে ও মনে মনে কখনোই সমর্থন করতে পারেনি। কিন্তু, না বলারও কোন উপায় নেই। প্রথমতঃ অর্পিতা সেটা পছন্দ করবেনা। দ্বিতীয়তঃ শান্তনু দেশে এমন কিছু করছে না যা দিয়ে ভবিষ্যতের কোন চিন্তা করতে পারবে। অর্পিতাদের পৈত্রিক সম্পত্তি বলতে প্রায় কিছুই নেই, আর ওর ভাইদের পড়াশোনার মাত্রাও এমন কিছু নয় যে সেটা ভাঙিয়ে দেশে কিছু করে খেতে পারবে। যদিও অর্পিতা মনে করে, দেবাশীষ ইচ্ছে করলেই ওর ভাইদের জন্যে কিছু না কিছু করতে পারতো এই দেশেই, কারণ চাকুরীসূত্রে ওর চলাফেরা অনেকটা ওপর মহলের সাথে, সেটা সরকারী হোক বা বেসরকারী

হোক না কেন। এটা অবশ্য অর্পিতা নিজেই দেখেছে দেবাশীষের সাথে বিভিন্ন পার্টিতে গিয়ে। কিন্তু, দেবাশীষ একাট কথা কিছুতেই বোঝাতে পারেনা অর্পিতাকে যে ওর ভাইদের উচ্চাভিলাষ আর লেখাপড়ার মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব বিরাজ করছে।

তাই শান্তনুর বারংবার প্রশ্নের জবাবে অনেকটা ধরি মাছ না ছুঁই পানি করে প্রশ্নের ইতিবাচক জবাবই দিয়ে দিল। সেটাও হলো আরেক কাল। ইটালীতে গিয়ে শান্তনু কোনই সুবিধে করতে পারলোনা কেবল পাসপোর্ট হারিয়ে সারেন্ডার করা ছাড়া। ওখানে ইমিগ্রেশন আইন এমনই যে পুলিশ হুট করে একজন বেআইনী বসবাসকারীকে বের করেও দিতে পারেনা। এদিকে বেআইনী বসবাসকারী সহজে কোন কাজও পায়না। অড জব আর কতো করা যায়! কারণ, বিদেশে যাবার সময়তো সবাই স্বপ্নের অঞ্জন মেখে যায় এবং চোখের জলে ওটা ধুয়ে যেতেও সময় লাগেনা। কয়েক মাসের মধ্যেই শান্তনুর টেলিফোনিক ঘ্যান ঘ্যান শুরু হলো,'এখানে টেঁকা খুব মুশকিল। যুতসই কোন কাজ পাচ্ছিনা। যাও পাচ্ছি, বেতন মোটেও ভালো নয়। নিজে কি খাবো, দেশেই বা কি পাঠাবো? এর মধ্যে আছে আবার সলিসিটরের ফী।'

এখন ইটালীর কল এলেই দেবাশীষের বুক ধড়ফড় করতে শুরু করে, এই রে আজকে আবার কি গান না শুনতে হয়। শান্তনু এমন সময়ে ফোন করে যে দেবাশীষকে পাওয়া যাবেই, আর ও যে সহজে শান্তনুর ফোন ধরতে চায়না এটা অর্পিতা ভালো করেই বুঝতে পারে। এটা হয়ে দাঁড়ালো আরেক সমস্যা। অর্পিতার অভিযোগ, দেবাশীষ মত না দিলে তো শান্তনু যেতোনা ইটালী। ও অনুযোগের স্বরে প্রায়ই বলে,'আমার ভাই তো এজন্যে তুমি কোন গুরুত্ব দিচ্ছনা। তোমার ভাই হলে ঠিকই গুরুত্ব দিতে।'

দেবাশীষ বলে,'আরে বাবা, আমি কোথায় মত দিলাম। আর আমার কোন ভাইতো বিদেশে যায়নি। ওরা যা পারছে দেশেই করার চেষ্টা করছে ওদের সাধ্যমতো। সুতরাং, আমার ভাইদের কথা টানছো কেন?'

'যাই হোক, দাদা তো তোমার বন্ধুও ছিল,' বলে অর্পিতা একটু কাঁদো কাঁদো স্বরে। ও জানে এই স্বর এবং শর দিয়েই কুপোকাত করা যায় দেবাশীষকে। হ্যাঁ, শান্তনু কলেজে দেবাশীষের ব্যাচমেটই ছিল। তবে ওটাকে বন্ধুত্ব বলা যায় কি না সে সম্পর্কে যথেষ্ঠ সংশয় আছে ওর। অর্পিতা আবার বলে 'বন্ধু হিসেবেই না হয় দাদাকে একটু বলে দাওনা এখন কি করবে। এভাবে ওতো মারা যাবেই, আর এখানে ওর সংসারও পড়বে বিপদে। বৌদিকে আর মেয়েটাকে ওদের পরিবার না দেখলে কি যে হতো।' এবার একটা ক্যালকুলেটেড দীর্ঘশ্বাস ফেলে অর্পিতা।

দেবাশীষ এসব চেনে ভালোই। কারণ, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই এই শ্যালক-শ্যালিকাদের কোন না কোন রকম হ্যাপা ওকে পোহাতেই হচ্ছে। আর হ্যাপা পোহানোর আগের দৃশ্যপট সবসময় এই রকমই হয়। অর্কটাও বড়ো বেশি মাতৃকূল ঘেঁষা অযথাই। অথবা ওদের সবার অভিনয়ে অর্কও কুপোকাত হয়ে আছে দেবাশীষেরই মতো। পার্থক্য এই যে, দেবাশীষ বোঝে, আর অর্ক বোঝেনা। তবে, অর্পিতার বাবা-মা দুজনেই গত হওয়ার কারণে হাজারো দুর্ব্যবহার করা সত্ত্বেও দেবাশীষ অধিকাংশ সময়েই দ্রব হয় অর্পিতার অভিনয়ে। যেমনটা এবারও হলো।

একদিন শান্তনুর অনুযোগ শুনতে শুনতে শেষপর্যন্ত দেবাশীষ বলেই ফেললো,'ওখানে কিছু না হলে শান্তনু দা দেশে ফিরে আসুন। এখানে কিছু না কিছু হয়ে যাবে।'

এই কথাটিরই অপেক্ষায় ছিল যেন শান্তনু।

এরপর শুধুমাত্র একটা ই-মেইল, 'কামিং অন নেক্সট স্যাটারডে বাই ফ্লাইট....., অ্যাট নাইন এএম বাংলাদেশ টাইম। প্লীজ, অ্যাটেন্ড অ্যাট দ্য এয়ারপোর্ট।'

চাকুরী সূত্রেই ঢাকা বিমান বন্দরের একেবারে ভেতরে যাবারও সুবিধে ছিল দেবাশীষের। ওই সুযোগটাই নিয়েছে শান্তনু। ছ'মাস পরই ফিরছে শান্তনু, আবার ফিরছে যেন বিশ্ব জয় করে যে ওকে বিমানবন্দরে অ্যাটেন্ড করতে হবে! আর দাদা দিন ক্ষণও বেছে নিয়েছে ভালোই। সেদিন দেবাশীষের সাপ্তাহিক ছুটির দ্বিতীয় দিন। অফিস আছে বা কাজ আছে বলে যে ও বাউলি কেটে যাবে সেটারও উপায় রাখেনি। আবার ই-মেইলে প্লীজের বাহারও আছে। এমনিতেই দেবাশীষ অফিশিয়াল পাসটা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খুব একটা ব্যবহার করতে চায়না। আর শান্তনুর ক্ষেত্রে তো প্রশ্নই ওঠেনা। তারপরও দেবাশীষ বিমানবন্দর যেতে বাধ্য হলো। আজ ড্রাইভার আছে, সুতরাং এখন ওর আর গাড়ি চালাবার হ্যাপা ঠেলতে হবেনা, এটাও একটা স্বস্তি।

কাস্টমস ব্যারিয়ারের মধ্যে একজন পরিচিত কাস্টমস অফিসারের সাথে গল্প করতে করতেই শান্তনুর ফ্লাইট অবতরণের ঘোষণা শোনা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্তনুকেও দেখা গেল অ্যারাইভালের সিঁড়ি বেয়ে নামতে। হাতে একটা ব্রীফকেস, ইটালী থেকেই কেনা বোঝা যায়। দেবাশীষ এগিয়ে গেল, হাত মেলালো ওর সাথে। শান্তনু প্রথম কথাটিই বললো,'সঙ্গে একটা টিভি এনেছি ছোট্ট, ওটার ট্যাক্স লাগবে। আমার কাছে কিন্তু কোন টাকা-পয়সা নেই।' বলেই খালাস ও। একটা ঝটকা খেলো যেন দেবাশীষ, আয় না করে দেশে ফিরে আসছে, তার ওপর টিভি?

মনের ভাব প্রকাশিত হতে দিলোনা দেবাশীষ। ওর সঙ্গে হাজার পাঁচেক টাকার একটা বিপদতারণ তহবিল থাকেই। আর এর বেশি লাগলে ওর পরিচিত কাস্টমস অফিসারের সাহায্য নেয়া যাবে। ও শান্তনুকে জিজ্ঞেস করলো,'ট্যাক্সেবল আর কিছু নেই তো?'

'নাঃ।' সংক্ষিপ্ত উত্তর শান্তনুর।

'ঠিক হ্যায়, কুছ পরোয়া নেহি,' খুশী হয়ে উর্দুই বলে ফেললো দেবাশীষ। ছোটবেলায় ওদের পাশের বাসায়ই ছিল একটি নন-বেঙ্গলী পরিবার। ওদের কল্যানে উর্দু ভাষা কম শেখা হয়নি ওর। আর আজকে ওর অন্যরকম দিন। বিকেলে ও আর ডালিয়া ছুট দেবে আশুলিয়া। কারণ, আজ শনিবার। এই দিনটার জন্যে যেন ওরা দু'জনেই সারাটা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকে। তাই বিকেলের অনেক খুশীর জন্যে সকালের এই নিরানন্দটাকে হজম করতে রাজি আছে ও। শান্তনুর টিভি'র ট্যাক্সের টাকাটা দিতেও আপত্তি নেই ওর এজন্যেই। যদিও ইটালী থেকে একটা টিভি বয়ে নিয়ে আসার কারণটা কোনভাবেই ওর বোধগম্য নয়, যেখানে বাংলাদেশেই অনেক শস্তায় অনেক ভালো ভালো টিভি পাওয়া যায়।

শেষপর্যন্ত ওই কাস্টমস অফিসারের কল্যানে খুব বেশি ট্যাক্স দিতে হলোনা টিভির জন্যে। অন্য সব ব্যাগেজেও হাত দিলনা কেউ। লটবহর একেবারে কম নয় শান্তনুর সাথে। ওগুলো দেখে প্রথমে দেবাশীষের ভুরু কুঁচকে গেলেও কিছুই বললোনা সে। শান্তনু অ্যান্ড হিজ লটবহর উদ্ধারপর্ব সেরে ওর শ্বশুরবাড়ির দিকে ছুটলো ওর গাড়ি। ড্রাইভার অপু জানে কোথায় যেতে হবে। অপু এটাও জানে আজ বিকেলে ওর কোন ডিউটি নেই।

দুপুরে কাকরাইলের দিকে রওনা হয়েছে দেবাশীষ, সঙ্গে এবার ড্রাইভার নেই। কারণ ওদের জন্যেতো "এ শুধু গানের দিন, এ লগন গান শোনাবার...."

রমনা পার হচ্ছে এমন সময় সেল ফোনটা বেজে উঠলো। দেবাশীষ সামনের হোল্ডার থেকে ফোনটা তুলে নিয়ে দেখলো অপরিচিত ল্যান্ডফোনের নাম্বার। ইয়েস বাটনটা টিপে দিয়ে কানে ধরলো ওর ছোট্ট নোকিয়া সেটটা, বললো,'ইয়েস।'

ওপার থেকে একটা উদ্বিগ্ন পুরুষ কন্ঠ,'মিঃ দেবাশীষ?'

'ইয়েস!'

'আমাকে আপনি চিনবেন না। আমি আপনার সাথে দেখা করে একটু কথা বলতে চাই।' লোকটার কন্ঠ একটু বিচলিত মনে হলো দেবাশীষের কাছে।

'কি বিষয়ে,' দেবাশীষের কন্ঠে বিস্ময়।

'ডালিয়ার বিষয়ে.....'

[লেখকের পরিচিতি জানতে শীর্ষে তাঁর ছবিটিতে টোকা মারুন]

(চলবে)